যে ব্যক্তি খেজুরে সলম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট ওজনে সলম করে।

আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহুমা থেকে মারফু‘ হিসেবে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন লোকেরা
এক বা দু’ বছরের বাকীতে [রাবী ইসমাঈল সন্দেহ করে বলেন, দু’ অথবা তিন বছরের (মেয়াদের) জন্যে খেজুর সলম (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা করত। এতে তিনি বললেন,] যে ব্যক্তি খেজুরে সলম
করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট ওজনে সলম করে।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম মদীনায় মুহাজির হিসেবে আগমন করে দেখতে পেলেন, মদীনার অধিবাসীরা ছিলেন ক্ষেত-খামারী ও ফসলধারী। তারা সলম করত। তার নিয়ম হলো, তারা এক বছর বা দুই বছর বা তিন বছর পূর্বে মুল্য পরিশোধ করত, আর পণ্য পরে গ্রহণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ ধরনের লেন-দেনকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ ধরনের কেনা-বেচাকে তিনি যে পণ্য বিক্রেতার নিকট নাই তা বিক্রি করার অধ্যায়ে গণ্য করেননি। কারণ, সলম সাধারণত দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত পণ্যের সাথে নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের মু‘আমালার ক্ষেত্রে কতক শর্ত যোগ করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে ঝগড়া-বিবাধ যা কখনো কখনো দীর্ঘ লম্বা সময়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় তা থেকে দূরে রাখবে। ফলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছুতে সলম করে, সে যেন শরী‘আত নির্ধারিত পরিমাপ বা ওজন সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং তাকে নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়। তারপর যখন সে তার পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে অবগত থাকবে, তখন তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক থাকবে না। আর ক্রেতা তার হক নিরাপদে লাভ করবে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/6079